চুয়াডাঙ্গায় গৃহবধূকে হত্যার ২০ দিনের মাথায় অভিযুক্ত স্বামী গ্রেফতার

চুয়াডাঙ্গার আকন্দবাড়িয়া গ্রামে গৃহবধূকে হত্যার অভিযোগে ঘটনার ২০ দিনের মাথায় স্বামী রহমানকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

সোমবার রাত ৯টার দিকে তাকে আকন্দবাড়িয়ার নিজ বাড়ি থেকে গ্রেফতার করা হয়। সে তার স্ত্রী যুথি খাতুনকে (২৫) হত্যার অভিযোগে গ্রেফতার হয়।

জানাগেছে, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার দর্শনা থানাধীন বেগমপুর ইউনিয়নের আকন্দবাড়িয়া গ্রামের ঈদগাহ পাড়ার যুথি খাতুন (২০) নামে এক গৃহবধূর রহস্যজনক মৃত্যু হয়।

ঘটনাস্থলে লাশের সুরতহাল রিপোর্ট শেষে লাশ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য ওই দিনই চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠায় পুলিশ। গৃহবধূর মৃত্যু নিয়ে সৃষ্টি হয়েছে রহস্য। ঘটনা উদঘাটনে তদন্তে মাঠে নামে পুলিশ। ময়না তদন্ত শেষে গ্রামের কবরস্থানে ওইদিন রাতেই দাফন সম্পন্ন করা হয়।

স্থানীয় ও পরিবার সুত্রে জানাগেছে, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার বেগমপুর ইউনিয়নের আকন্দবাড়িয়া ফার্ম পাড়ার তমছেল আলীর মেয়ে যুথি খাতুনের সাথে ৯ বছর পূর্বে পারিবারিক ভাবে শরিয়া মোতাবেক বিয়ে হয় একই গ্রামের ঈদগা পাড়ার দেলবার ফকিরের ছেলে সেলুন ব্যবসায়ী আব্দুর রহমানের সাথে। তাদের কোল জুড়ে আসে একটি ফুটফুটে পুত্র সন্তান।

দাম্পত্য জীবনে বিভিন্ন সময় কলহের সৃস্টি হয়। এরই মধ্যে প্রতিবেশি ইস্রাফিলের মেয়ে প্রিয়ার সাথে রহমান জড়িয়ে পড়ে পরকিয়ায়।

সে পরকিয়া প্রেমিকা প্রিয়ার সাথে প্রায় বছর খানেক পূর্বে দ্বিতীয় বিয়ে করে। দ্বিতীয় বিয়েকে কেন্দ্র করে প্রথম স্ত্রীর সঙ্গে স্বামী আব্দুর রহমানের পারিবারিক কলহের সৃস্টি হয়। এ নিয়ে তাকে প্রতিনিয়ত শারিরিক নির্যাতন করতো স্বামী আব্দুর রহমান। এরই এক

পর্যায় নির্যাতন সইতে না পেরে যুথি স্বামী গৃহ ছেড়ে বাবার বাড়ি চলে যায়।

দির্ঘদিন প্রথম স্ত্রী জুথি পিতার বাড়ি থাকার পর দ্বিতীয় স্ত্রী প্রিয়াকে তালাক দেওয়ার প্রতিশ্রুতিতে ঘটনার ১৫ দিন পূর্বে স্বামী আব্দুর রহমান তার প্রথম স্ত্রী যুথি খাতুনকে নিজ বাড়িতে নিয়ে যায়। বাড়িতে নেওয়ার পর আবার শুরু হয় নিরব নির্যাতন।

এরই ধারাবাহিকতায় ১৪ মার্চ রাত্রে রহমান তার দ্বিতীয় স্ত্রী পিয়াকে তার বাড়িতে নিয়ে যায় এবং প্রথম স্ত্রী যুথি খাতুনকে বাহিরে রেখে তার প্রথম পক্ষের একমাত্র ছেলে আপনকে (৭) সাথে নিয়ে ঘরের মধ্যে দ্বিতীয় স্ত্রী সহ রাত্রি যাপন করে।

তাদের এহেন কর্মকান্ডে এলাকাবাসির মনে সন্দেহ সৃস্টি হয়। এলাকাবাসি ও স্বজনদের ধারণা রহমান ও তার দ্বিত্বীয় স্ত্রী দু’জন মিলে যুথিকে হত্যার পর তার লাশ ঘরের আড়ায় ঝুলিয়ে রেখেছে।

তবে পুলিশের বক্তব্য ফরেনসিক রিপোর্ট আসলেই সব রহস্য বেরিয়ে আসবে। তবে নিহতের স্বজনদের অভিযোগ হত্যার পর লাশ ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। ঘটনার পর থেকে নিহতের স্বামী আত্মগোপনে থাকে।

এ ঘটনায় গ্রামবাসী হত্যাকারী আব্দুর রহমানের গ্রেফতার ও শাস্তির দাবীতে ফুসে উঠে। এবিষয়ে দর্শনা থানায় একটি অপমৃত্যু মামলা হয়। মামলা নং ১৩। ঘটনার ২০ দিনের মাথায় সোমবার রাত ৯টার দিকে স্ত্রী হত্যার অভিযুক্ত ঘাতক রহমানকে গ্রেফতার করেছে দর্শনা থানা পুলিশ।

দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ এ,এইচ,এম লুৎফুল কবীর বলেন, আত্মহত্যা প্ররোচনার অভিযোগে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাকে আত্মহত্যা প্ররোচনায় ৩০৬ ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। মঙ্গলবার তাকে আদালতে সোপর্দ করা হবে। তবে ফরেনসিক রিপোর্ট হাতে আসলে বুঝা যাবে মৃত্যুর মূল রহস্য।

আলমডাঙ্গায় ভ্রাম্যমাণ আদালতে দু’জনকে ১ লক্ষ টাকা জরিমানা

আলমডাঙ্গায় পুকুর খননের নামে ভাটায় মাটি বিক্রয়ের হিড়িক পড়েছে। এসকল মাটি নির্মিত রাস্তার ব্যাপক ক্ষতি সাধন করার পাশাপাশি দুর্ঘটনার শিকার হচ্ছে সাধারণ মানুষ। রাস্তার উপরে মাটি পড়াতে তিব্র ধুলো-বালিতে যাতায়াতের অযোগ্য হয়ে পড়ছে উপজেলার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়কগুলো।

এমন অভিযোগের ভিত্তিতে দীর্ঘদিন পর আলমডাঙ্গা উপজেলা প্রশাসন নড়েচড়ে বসেছে। গতকাল সোমবার আলমডাঙ্গা উপজেলা সহকারি কমিশনার ভূমি রেজওয়ানা নাহিদ পৃথক স্থানে বালি মহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইনে দুজনকে ১ লক্ষ টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, আলমডাঙ্গা উপজেলায় প্রায় ২০ টি ভাটা চলমান রয়েছে। এসকল ভাটার ইট তৈরির জন্য প্রয়োজন প্রচুর পরিমানের বালি ও মাটি। এগুলো সামিল চাষের জমি ও পরিত্যক্ত পুকুর থেকে পূণরায় খননের নামে মাটি সংগ্রহ করে আসছে। এসকল মাটি পরিবহনের জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে অবৈধ যানবহন।

যা গাড়ি চালকদের নেই কোন গাড়ি ও ড্রাইভিং সাইসেন্স। সরকারি বিআরটিএ অনুযায়ী ব্যবহৃত ট্রাক্টর ও স্টেয়ারিং গাড়ি গুলো কৃষি কাজে ব্যবহৃত হবার কথা থাকলেও নির্দেশনা না মেনে দেদাচ্ছে চালাচ্ছে মেইন সড়ক গুলোতে। ওই গাড়িতে পরিবহনকৃত মাটি রাস্তার উপরে পড়ে ধুলোতে পরিণত হওয়ায় রাস্তায় যাতায়াতের অযোগ্য হয়ে পড়ে।

স্থানীয় প্রশাসনকে জানানো হলেও নেই না কোন পদক্ষেপ। এছাড়াও নিকটতম ভাটা মালিকেরা প্রভাবশালী হওয়ায় হুমকির সম্মূখিন হতে হয় সাধারণ মানুষকে।

পথচারি আমজেদ হোসেন জানান, দীর্ঘদিন মুন্সিগঞ্জে এডিবি ভাটায় মাটি পরিবহন করছে সাবেক চেয়ারম্যান আসিরুল ইসলাম সেলিম। মাটি পরিবহনের গাড়িতে থাকা কাঁদায় সৃষ্টি ধুলোয় মেইন সড়কে যাতায়াত করতে হয় আতঙ্কে।

এদিকে, হারদি থেকে কুমারি পর্যন্ত মেইন রাস্তা যেনো পিজের

অস্তিত হারানোর পথে। রাস্তার উপরে কাদাঁ মাটি যেনো মানুষের মৃত্যু কুপে পরিণত হয়েছে। এছাড়াও কুমারি গ্রামে অবস্থিত আব্দুল মজিদের ভাটায় দেদাচ্ছে পোড়ানো হচ্ছে বনজ কাঠ।

এমন সাধারণ মানুষের অভিযোগের ভিত্তিতে উপজেলা নির্বাহি অফিসার রনি আলম নুরের নির্দেশে মাঠে নামেন সহকারি কমিশনার ভূমি রেজওয়ানা নাহিদ।

সোমবার দুপুরে বেলগাছি থেকে মাটি পরিবহন করার অপরাধে ভাটা মালিককে ৫০ হাজার টাকা ও মুন্সিগঞ্জের সেলিম চেয়ারম্যানের এডিবি ভাটায় মাটি পরিবহনের অপরাধে পাঁচকমলাপুর গ্রামের হায়দার আলির ছেলে মানিককে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করেন। এসময় উপস্থিত ছিলেন ফাঁড়ি পুলিশের এস আই মোরসেদ আলম সহ সঙ্গিয় ফোর্স।

দর্শনায় গাাঁজাসহ নারী মাদক কারবারী আটক

দর্শনায় মাদক বিরোধী অভিযানে ১ কেজি গাঁজাসহ এক নারী মাদক কারবারীকে আটক করেছে দর্শনা থানা পুলিশ।

সোমবার বেলা সাড়ে ১১ টার দিকে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ এ,এইচ,এম লুৎফুল কবীরের নেতৃত্বে দর্শনা থানার এসআই ইকবাল আহমেদ, এএসআই আবু বক্কর সিদ্দীক, এএসআই শাহিন আলম, এএসআই নাসরীন সুলতানা সহ সঙ্গীয় ফোর্স দর্শনা থানাধীন রামনগর মোড়স্থ আব্দুল্লাহ ষ্টোরের সামনে মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করে।

এসময় ১ কেজি ভারতীয় গাঁজা সহ খাতুনকে (৪৮) আটক করা হয়। সে দর্শনা থানাধীন ঝাঝাডাঙ্গা গ্রামের শহিদুল ইসলামের স্ত্রী।

তার বিরুদ্ধে দর্শনা থানায় মাদকদ্রব্য আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

দর্শনা নকল ওষুধ তৈরির কারখানা ওয়েস্ট আয়ুর্বেদিক ল্যাবরেটরিজ সিলগালা

চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় নকল ওষুধ উৎপাদনের অভিযোগে ওয়েস্ট আয়ুর্বেদিক ল্যাবরেটরিজের কারখানা সিলগালা করেছে ওষুধ প্রশাসন অধিদফতর। সেই সাথে জব্দ করা হয়েছে কারখানাটির মালামাল।

সোমবার বেলা ১১ টার দিকে দর্শনা পৌরসভা কার্যালয়ে অবস্থিত পুরাতন ভবনের ওয়েস্ট ল্যবরেটরিজ কারখানায় অভিযান চালায় ওষুধ প্রশাসন অধিদফতর।

এর আগে, ভেজাল ওষুধ উৎপাদনের অভিযোগে কারখানার মালিক গিয়াস উদ্দিনকে ঢাকা থেকে গ্রেফতার করে ডিএমপি গোয়েন্দা পুলিশ। পরে ওই ঘটনায় দুই সদস্য বিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে ওষুধ প্রশাসন অধিদফতর।

তদন্ত কমিটির প্রধান ও ঢাকা ওষুধ প্রশাসন অধিদফতরের উপ-পরিচালক নুরুল আলম জানান, প্রায় একযুগ ধরে এই কারখানায় নকল প্যান্টোনিক্স-২০ ও মোনাস-১০ ট্যাবলেট তৈরি করে আসছিল প্রতিষ্ঠানটি।

পরে প্রতিষ্ঠানটির মালিক গিয়াস উদ্দিন ও তার এক সহযোগীকে গ্রেফতার করেছে ডিএমপি গোয়েন্দা পুলিশ। এ ঘটনায় দুই সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করে ওষুধ প্রশাসন অধিদফতর। তাই ঘটনাটি তদন্তে সেখানে অভিযান চালানো হয়। তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া গেছে।

তদন্ত কমিটির প্রধান আরও জানান, ভেজাল ওষুধ উৎপাদনের অভিযোগে ওয়েস্ট আয়ুর্বেদিক ল্যাবরেটরিজের কারখানা সিলগালা করা হয়েছে। নকল ও ভেজাল ওষুধ উৎপাদনে ব্যবহৃত মেশিনারিজ জব্দ করা হয়েছে। তাদের লাইসেন্স বাতিলের জন্য সুপারিশ করা হবে বলেও জানান তিনি।

সম্প্রতি নকল ওষুধ তৈরির কারখানার সন্ধান পায় ডিএমপি পুলিশের লালবাগ গোয়েন্দা শাখা (ডিবি)। পরে চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় ওয়েস্ট ল্যবরেটরিজ কারখানায় অভিযান চালায় পুলিশ। সেখানে প্যান্টোনিক্স-২০ ও মোনাস-১০ নকল ঔষধ তৈরি করা হতো বলেও সংবাদ সম্মেলনে জানায় গোয়েন্দা পুলিশ।

পরে প্রতিষ্ঠানের মালিক দর্শনা পৌর এলাকার জয়নগর গ্রামের মৃত তফেল উদ্দিনের ছেলে গিয়াস উদ্দিন ও এক সহযোগীকে নকল ওষুধ ও ওষুধ প্রস্তুতের সরঞ্জামসহ গ্রেফতার করা হয়। এসময় ১০ লাখ ৩৪ হাজার পিস নকল প্যান্টোনিক্স-২০ ও ১৮ হাজার পিস নকল মোনাস-১০ ট্যাবলেট ও মালামাল তৈরির সরঞ্জাম উদ্ধার করা হয়।

ডিএমপি মিডিয়া সেন্টারে সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানান গোয়েন্দা শাখা প্রধান। গ্রেফতারকৃতদের বিরুদ্ধে ডিএমপির চকবাজার থানায় বিশেষ ক্ষমতা আইনে একটি মামলা হয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি।

স্থানীয়রা জানায়, প্রায় এক যুগ ধরে দর্শনা পৌর সভার পুরাতন ভবনে ওয়েস্ট ল্যাবরেটরিজ (আয়ু)। উৎপাদন লাইঃ নং আয়ু-২১৭। দর্শনা- চুয়াডাঙ্গা নামের একটি সাইন বোর্ড পৌর ভবনের মধ্যে কারখানার সামনের একটি কাঁঠালগাছে সাইন বোর্ড টাঙ্গানো দেখা যায়। আর ভীতরে কারখানায় তৈরী করা হতো মালামাল।

আর কি ভাবে মালামাল তৈরী করা হতো তা আমরা জানতাম না। জানার প্রয়োজনো মনে হয়নি। আজ আমরা বুঝতে পারছি সেখানে নকল ঔষধ তৈরী করে দেশের বিভিন্ন স্থানে বাজারজাত করা হতো। সেই ঔষধ আমাদের মত সাধারন মানুষ ক্রয় করে প্রতারিত হতো। এতে করে রোগী সাধারনের মানব দেহের ক্ষতি করে লাখ লাখ টাকা উপার্জন করতো প্রতিষ্ঠানটি।

তবে সম্প্রতি ভেজাল ওষুধ উৎপাদনের অভিযোগে কারখানার মালিক গিয়াস উদ্দিন ও তার এক সহযোগীকে গ্রেফতার করেছে ডিএমপি গোয়েন্দা পুলিশ। এঘটনার পর দর্শনার এই কারখানাতে ঢাকা ডিএমপি গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশ অভিযান চালিয়ে মালামাল উদ্ধারের পর বিষয়টি আমাদের দৃষ্টি গোচর হয়।

তবে ঘটনার পর নড়েচড়ে বসে ওষুধ প্রশাসন অধিদফতর। উক্ত ঘটনায় দুই সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করে ওষুধ প্রশাসন অধিদফতর। তারই প্রেক্ষিতে ঘটনাটি তদন্তে অভিযান নামে তারা। তারই পরিপ্রেক্ষিতে তদন্ত কমিটি ঘটনাস্থল তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাই।

এদিকে ঘটনার পর থেকে ওয়েস্ট আয়ুর্বেদিক ল্যাবরেটরিজের কারখানার মালিকের ভাই মার্কেটিং ম্যানেজার আক্তার হোসেন এলাকা থেকে দিয়েছে গাঁ-ঢাকা।

তাকে আটক করে আইনের আওতায় নিলে অনেক তথ্য উদঘাটন হবে বলে এমনটা মনে করছে স্থানীয়রা। তবে এই ঘটনার সাথে যারা জড়িত তাদের সকলের উপযুক্ত শাস্তির দাবী জানায় সচেতন মহল।

আলমডাঙ্গায় দুই ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে চালক ও হেলপার নিহত

আলমডাঙ্গায় ভুট্টা বোঝাই ট্রাক উল্টে চালক ও তার সহকারী নিহত হয়েছে। গতকাল সোমবার দুপুর দেড়টার দিকে উপজেলার কালিদাসপুর ইউনিয়নের শ্রীরামপুর গ্রামে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলেন-চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার জুড়ানপুর ইউনিয়নের ইব্রাহিমপুর গ্রামের ওহিদুল ইসলামের ছেলে ট্রাক চালক আলামিন ও একই গ্রামের হাফিজুর রহমানের ছেলে তার সহকারী আশিক।

জানাযায়, দামুড়হুদা উপজেলার জুড়ানপুর ইউনিয়নের ওহিদুল ইসলামের ছেলে ট্রাক চালক আলামিন একই এলাকার হেলপার হাফিজুর রহমানের ছেলে আশিক। সোমবার ১২ টার দিকে ইব্রাহিমপুর এলাকা থেকে ট্রাকে ভুট্টা লোড দিয়ে নারায়ণগঞ্জ যাচ্ছিলো।

এসময় বিপরীত দিক থেকে আলমডাঙ্গায় আসছিলো বালি বোঝাই ড্রাম ট্রাক। দুই ট্রাক মুখোমুখি হলে ভুট্টা বোঝাই ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পাশে ক্যানেলের পাশের গাছ ভেঙে উল্টে যায়। ট্রাক চালক আলামিন ও হেলপার আশিক ঘটনাস্থলে রক্তাক্ত জখম হয়ে মারা যায়। চাপা পড়ে ট্রাকের নিচে।

স্থানীয়রা জানান, দুপুরে শ্রীরামপুর গ্রামের কমিউনিটি ক্লিনিকের কাছে আলমডাঙ্গা-কুষ্টিয়া হাইওয়ে সড়কে নারায়ণগঞ্জগামী

ভুট্টাবোঝাই একটি ট্রাক কুষ্টিয়াগামী ড্রাম ট্রাককে অতিক্রম করতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে থাকা কড়ই গাছের সাথে ধাক্কা খায় ও পাশের খাদে উল্টে যায়। সাথে সাথেই ঘটনাস্থলে ট্রাকচালক আলামিন ও সহকারী আশিক হোসেন নিহত হন।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌছায় আলমডাঙ্গা ফায়ার সার্ভিস ও থানা পুলিশের সদস্যরা। স্থানীয়দের সহযোগীতায় দীর্ঘ সময় পর নিহত ট্রাক চালক ও হেলপারের লাশ উদ্ধার করে।

আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ সুরতহাল রিপোর্ট সংগ্রহের পর পোষ্ট মর্টেম রিপোর্টের জন্য চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়।

এ ঘটনায় আলমডাঙ্গা থানার পরিদর্শক ওসি সাইফুল ইসলাম জানান, খবর পেয়ে দুপুরেই ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। নিহত দুজনের লাশ উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে।

জীবননগরে ট্রাক্টর উল্টে হেলপারের মৃত্যু

চুয়াডাঙ্গার জীবননগরে ট্রাক্টর উল্টে কিশোর হেলপার হাসান আলীর মৃত্যু হয়েছে।

সোমবার ভোরে জীবননগর উপজেলার সীমান্ত ইউনিয়ানের গঙ্গাদাসপুর গ্রামের সীমান্ত ইটভাটার পাশে এ দুর্ঘটনা ঘটে। ঘটনাস্থল থেকে পুলিশ লাশ উদ্ধার করে জীবননগর থানায় নিয়েছে

নিহত হাসান আলী(১৩) জীবননগর উপজেলার সীমান্ত ইউনিয়নের গোয়ালপাড়া গ্রামের আলী আহম্মেদের ছেলে ও ট্রাক্টর হেলপার।

স্থানীয়রা জানান , জীবননগর উপজেলার ভিভিএম ইট ভাটার গাড়ি জীবননগর উপজেলার সীমান্ত ইউনিয়নের গঙ্গাদাশপুর গ্রামের ভৈরব নদের পাড় থেকে প্রশাসনকে ম্যানেজ করে বেশ কয়েক দিন ধরে রাতের আঁধারে ১৫ থেকে ২০ টি ট্রাক্টর লোড করে মাটি নিয়ে যাচ্ছে। সোমবার ভোরে নদী থেকে মাটি ট্রাক্টর বোঝাই করে নিয়ে ভিভিএম ইট ভাটায় নামিয়ে

পুনরায় যাওয়ার সময় সীমান্ত ইট ভাটার অদূরে পৌছালে গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ট্রাক্টরটি রাস্তার পাশে খাদে উল্টে পড়ে। গাড়ির হেলপার হাসান (১৩)ট্রাক্টরের নিচে চাপা পড়ে ঘটনা স্থানেই তার মৃত্যু হয়।এ সমসয় গাড়ির ড্রাইভার একই গ্রামের ফারদিন পালিয়ে যায়।খবর পেয়ে জীভননগর থানা পুলিশের সদস্যরা সকাল ৮টার সময় ঘটনাস্থল থেকে হাসানের লাশ উদ্ধার করে জীবননগর থানায় নিয়ে আসে ।

এ ব্যাপারে জীবননগর থানার (ওসি মোঃ আব্দুল খালেক বলেন, ঘটনা স্থান থেকে লাশ উদ্ধার করে থানায় নেওয়া হয়েছে। লিখিত অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।এদিকে সন্তানকে হারিয়ে দিশে হারা হয়ে পড়েছেন গোটা পরিবার।এদিকে স্থানীযদের দাবি কবে থামকে নদীর মাটি কাটা আর কত মায়ের কোল খালি হলে প্রশাসন জাগবে।

দামুড়হুদার উজিরপুরে দিনমজুরের গরু চুরি

দামুড়হুদার উপজেলার সদর ইউনিয়নের উজিরপুর গ্রামের মোল্লাপাড়ার দিন মজুর বকুল উদ্দীনের গোয়াল ঘর থেকে দুটি গরু চুরির ঘটনা ঘটেছে।

দিনমজুর বকুল উদ্দীন দামুড়হুদা উপজেলার সদর ইউনিয়নের মৃত মফিজ উদ্দীনের ছেলে। জানাগেছে, প্রতিদিনের ন্যায় দিনমজুর বকুল উদ্দিন গত শনিবার রাত আনুমানিক ১১টার দিকে তার কালো রংয়ের আস্ট্রলিয়ান গাভী ও লাল রংয়ের বাছুর
গরুটি গোয়ালে রেখে ঘুমাতে যায়।

রাত তিন টার দিকে ঘুম ভেঙ্গে গেলে গোয়ালের দরজা খোলা দেখতে পাই। পরে গোয়াল ঘরে গিয়ে দরজার সেকল কাটা ও গরু দুটি গোয়ালে নেই। দিনমজুর বকুলের ডাক চিৎকারে পাড়া প্রতিবেশী ছুটে আসে।

পাড়া প্রতিবেশীদের সহযোগিতায় গ্রাম সহ আশে পাশের এলাকায় ওই রাতেই খোঁজাখুজি করে গরু দুটির কোনো সন্ধান পায়নি।

দিনমজুর বকুল উদ্দীন জানান, আমি দিনমুজরি করে ও এনজিও থেকে ঋণ দিয়ে দুবছর আগে অনেক কষ্টে একটি আস্ট্রলিয়ান গাভী গরু কিনি।

গাভী গরুটি প্রতিদিন ৮ থেকে ১০ কেজি করে দুধ দিত। কয়েক মাস আগে গাভীটি একটি লাল রংয়ের এড়ে বাছুর দেয়। গাভী ও এড়ে বাছুরটির বর্তমান বাজার মূল্য আনুমানিক ২ লাখ টাকা।

দামুড়হুদায় প্রস্তাবিত গোলাম মোর্তোজা এতিমখানার সাইনবোর্ড ভেঙে দিয়েছে দুর্বৃত্তরা

দামুড়হুদায় নিহত গোলাম মোর্তোজার স্মরণে প্রস্তুাবিত নির্ধারিত জমিতে এতিমখানা নির্মাণের জন্য জমি দান করেছেন নিহতের পিতা হাজী আব্দুল মান্নান তরফদার।

এতিমখানা নির্মাণে সংরক্ষিত জমিটির স্থান নির্ধারণের পর জমিটিতে বসানো সাইনবোর্ডটি ভেঙে দিয়েছে দুর্বৃত্তরা। এ ঘটনায় স্থানীয়দের মাঝে ব্যাপক ক্ষোভের সৃষ্টি লক্ষ্য করা গেছে। দ্রুত প্রকৃত দুর্বৃত্তদের কে চিহ্নিত করে কঠোর আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন স্থানীয়সহ সচেতন মহল।

জানা গেছে, গত শনিবার দামুড়হুদা উপজেলা সদরের মাথাভাঙ্গা নদী সংলগ্ন স্থানে নিহত গোলাম মোর্তোজার স্মরণে ৭ শতক মূল্যবান জমি দান করেন নিহতের পিতা হাজী আব্দুল মান্নান তরফদার।

রবিবার এতিমখানা জন্য দান করা জমিটি পারিবারিক ভাবে দেখার জন্য গেলে হাজী আব্দুল মান্নান তরফদার এর বড় ছেলে দেখেন এতিমখানা নির্মাণের নির্ধারিত জমিতে বসানো সাইনবোর্ডটি কে বা কাহারা ভেঙে তুলে ফেলেছে।

এ বিষয়ে জমি দানকারী হাজী আব্দুল মান্নান তরফদার এর সাথে কথা

বললে তিনি অশ্রুসিক্ত কন্ঠে বলেন, আমার ছোট ছেলে গোলাম মোর্তোজা গত বছরে মৃত্যুবরণ করেন। আমার ছেলের স্মরণে আমি আমার ৭ শতক জমি এতিমখানার নির্মাণের জন্য নিধারিত করি।

স্থানীয়সহ ক একজন এতিম বাচ্চাসহ গত শনিবার দোয়া অনুষ্ঠান করে জমিটির নির্ধারিত স্থানে সাইনবোর্ড বসানো হয়েছিলো।

তবে রবিবার এতিমখানার উল্লেখিত জমিটি দেখার জন্য গেলে দেখা যায় জমিটিতে বসানো সাইনবোর্ডটি কে বা কাহারা ভেঙে ফেলেছে। আমার ছেলের স্মরণে এতিমখানা নির্মাণ করতেও যদি বাধা সৃষ্টি করেছে এর চাইতে আমার কাছে আর দুঃখ জনক ঘটনা কিছুই হতে পারে না।

আমার জানা মতে আমার ছেলে সমাজের ছোট বড় সকলের সাথে মিলে মিশে থাকতেন, সে কারো কোন ক্ষতি করনি। আজকে তার স্মরণে এতিমখানা নির্মাণ করা হবে তাতেও বাঁধা দিতে চাইছে কারা জানিনা।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাদের কে হেদায়েত দান করুক। অতি দ্রুতই কমিটি গঠন পূর্বক উল্লেখিত জমিটি হস্তান্তর করা হবে ইনশাআল্লাহ।

উল্লেখ্য, নিহত গোলাম মোর্তোজার স্মরণে এতিমখানা নির্মাণের জন্য নিহতের পিতা উপজেলা সদরের মাথাভাঙা ব্রিজ সংলগ্ন ৭শতক জমিতে ছেলের নামে এতিমখানা তৈরির জন্য জমি দান করেন।

জমি দানের পর গত শনিবার নির্ধারিত স্থানটিতে এতিম সহ স্থানীয়দের উপস্থিততে জমিটিতে সাইনবোর্ড বসিয়ে দোয়া অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

এসময় এতিম সহ উপস্থিত ছিলেন, নিহত গোলাম মোর্তোজার পিতা হাজী আব্দুল মান্নান, বড় ভাই মোস্তফা আহমেদ, হাফিজুর রহমান, তাজ উদ্দিন, জাহিদ হোসেন, সন্টু, মুয়াজ্জেস।

দোয়া অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন হাফেজ মাওলানা মোঃ আশরাফুল ইসলাম এ বিষয়ে আজ দামুড়হুদা মডেল থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করবেন বলে জানা গেছে।

দর্শনা হিমেল আবাসিক হোটেল মালিক মিন্টু গ্রেফতার

দর্শনা হিমেল আবাসিক হোটেল মালিক আশরাফুল হক মিন্টু (৫৫) গ্রেফতার করেছে পুলিশ। রবিবার দুপুরের দিকে দর্শনা বাসস্ট্যান্ড হিমেল আবাসিক হোটেলের ছাদের উপর থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

মাদক সংক্রান্ত বিষয়ে তাকে দর্শনা থানা পুলিশ তার নিজ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান হতে গ্রেফতার করেন। মিন্টু দর্শনা বাসস্ট্যান্ড চৌরাস্তার মোড়ের হিমেল আবাসিক হোটেলের স্বত্বাধীকারী ও মৃত মামদেল হকের ছেলে।

পুলিশ জানায়, গতকাল রবিবার দুপুর ২টার দিকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ এ,এইচ,এম লুৎফুল কবীরের নেতৃত্বে থানার সেকেন্ড অফিসার এসআই আহম্মদ আলী বিশ্বাস সঙ্গীয় অফিসার ও ফোর্স নিয়ে অভিযান পরিচালনা করেন দর্শনা বাসস্ট্যান্ডের হিমেল আবাসিক হোটেলে। এসময় হোটেলের ছাদের উপর মাদক সেবনকালে হাতেনাতে মিন্টুকে ছাদের উপর থেকে গ্রেফতার করেন।

দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ এ,এইচ,এম লুৎফুল কবীর বলেন, মাদকদ্রব্য গাঁজা সেবনের অপরাধে তাকে হিমেল আবাসিক হোটেল থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে। আজ সোমবার তাকে আদালতে সোপর্দ করা হতে পারে।

দর্শনা হিমেল আবাসিক হোটেলে পুলিশের অভিযান : গ্রেফতার ২

দর্শনা বাসস্ট্যান্ডের হিমেল আবাসিক হোটেলে অভিযান চালিয়েছে দর্শনা থানা পুলিশ। এ অভিযানে সাড়ে ৩শ পিচ ভারতীয় শাড়ি-গেঞ্জি ও থ্রী পিচ উদ্ধার সহ দুই চোরাকারবারীকে আটক করেছে পুলিশ।

রবিবার দুপুর হতে পৌনে ২ ঘন্টা ব্যাপী অভিযান চালিয়ে হোটেলের

৩টি কক্ষ হতে ওই চোরাচালান মালামাল উদ্ধার সহ দু’জনকে আটক করা হয়।

পুলিশ জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ এ,এইচ,এম লুৎফুল কবীরের নির্দেশে থানার ইন্সপেক্টর (তদন্ত) এস,এম আমান উল্লাহ আমানের নেতৃত্বে এসআই আহম্মেদ আলী বিশ্বাস, এসআই সামিম হাসান ও এএসআই ইদ্রিস আলী, সঙ্গীয় অফিসার ও ফোর্স নিয়ে চোরাচালান বিরোধী অভিযান পরিচালনা করেন দর্শনা বাসস্ট্যান্ডের আলোচিত হিমেল আবাসিক হোটেলে।

এসময় হোটেলের ২০৪, ২০৮ ও ৩০১ নং কক্ষে অভিযান পরিচালনা করে উন্নতমানের ভারতীয় শাড়ি ৮২ পিস, থ্রিপিস ২৪৪ পিস ও গেঞ্জি ২৪ পিস সর্বমোট ৩ শত পঞ্চাশ পিস শাড়ি, থ্রিপিস ও গেঞ্জি উদ্ধার করে।

এ মালামালের মালিক চট্টগ্রাম জেলার সাতকানিয়া উপজেলার ধর্মপুর গ্রামের সাহেব মিয়ার ছেলে আবদুল শুক্কুর (৩৫) ও ঝালকাঠি জেলা সদরের শাহ বাঙ্গাল গ্রামের আব্দুল লতিফ বেপারীর ছেলে নাঈম ইসলামকে (৩৪) আটক করেছে।

এবিষয়ে মামলা রুজু প্রক্রিয়াধীন। এ ঘটনায় দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ এ এইচ এম লুৎফুল কবির বলেন, আমরা মালামাল উদ্ধার করেছি এবং দুজনের বিরুদ্ধে চোরাচালান অভিযোগের দায়ে মামলা দায়ের করেছি।